যায়যায়দিন

তারিখ ... 03 JUN 2008 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

—যাযাদি

এইচএসসি পরীক্ষায় বেড়েছে অনুপস্থিতি কমেছে বহিষ্কার

যাযাদি রিপোর্ট

এইচএসসি পর্যায়ের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী অনুপস্থিতির হার বেড়েছে। বৃহস্পতি ও রবিবার অনুষ্ঠিত এইচএসসি ও সমমানের দুই পরীক্ষায় সারাদেশে নয়টি বোর্ডে পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল ১৬ হাজার ৯৬১ জন।

চলতি বছর এ পর্যন্ত পরীক্ষার্থী, অনুপস্থিতির সংখ্যা তুলনামূলক বেশি হলেও নকলের দায়ে বহিষ্কারের সংখ্যা কম। গত বছর প্রথম দুটি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৮৩ জন। আর এ বছর বহিষ্কৃতের সংখ্যা ১৯৬ জন।

২০০৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে অনুপস্থিত ছিল যথাক্রমে ৮ হাজার ৭১৮ এবং ৬ হাজার ১৪ জন। আর এ বছর অনুপস্থিত ছিল যথাক্রমে ৮ হাজার ৭২৭ ও ৮ হাজার ২৩৪ জন। এ বছর সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী ঝরে পড়েছে কারিগরি পৃ ১৫ >> ক ৬

এইচএসসি পরীক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বোর্ডে। এ বোর্ডের অধীনে দুই পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৪ হাজার ১৯১ জন। আর সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝরে পড়ছে ঢাকা বোর্ডে। গত দুই পরীক্ষায় তারই প্রমাণ মেলে। বিগত দুই পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ৩ হাজার ৫৫৩ জন। দুই পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে ১ হাজার ৯২২, যশোরে ১ হাজার ৩৭৫, কুমিল্লায় ১ হাজার ২৩১, চট্টগ্রামে ৮৮২, বরিশালে ৬৬৭ এবং সিলেটে ৫২৩ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। মাদ্রাসা বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ২ হাজার ৬১৭ জন।

এ বছর পরীক্ষার আগে এইচএসসি লেভেলে সারাদেশে ১ লাখ ৪৩ হাজার ২৯৭ শিক্ষার্থী অর্থাৎ ২৩.৫৮ শতাংশ ড্রপআউট হয়েছে।

কেন শিক্ষার্থী ড্রপআউট হচ্ছে- এ নিয়ে গবেষণা করেছে ঢাকা বোর্ড। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মনিরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া, মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া, কাজের জন্য বিদেশ গমন, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া, মাদকাসক্ত হওয়া, হঠাৎ অসুস্থ হওয়া, পরিবারে হঠাৎ বিপর্যয়, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন না থাকায় পাঠ্যক্রম ভারি মনে হওয়া এবং ইংরেজিতে দুর্বলতা ড্রপআউটের প্রধান কারণ।